The intercession (Al-Shafa'ah)

আল-শাফাআহ (মধ্যস্থতা)

১.ভাষাগত দিক থেকে এবং ইসলামী পরিভাষায় আল-শাফাআহ (মধ্যস্থতা) এর অর্থ:

1.1. ভাষাগত দিক দিয়ে আল-শাফা 'আহ (সুপারিশ) এর অর্থ:

ভাষাগত ভাবে, আল-শাফা 'আহ শব্দটি অন্য কারও সাথে যোগ করা, তাকে সমর্থন করা এবং তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাকে বোঝায়। এই শব্দটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় নিম্ন মর্যাদার ব্যক্তি কোনো উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিকে সাহায্য করার প্রসঙ্গে। এর মধ্যে রয়েছে সেই সুপারিশ বা আল-শাফা 'আহ যা কিয়ামতের দিন ঘটবে। *শাফা' আ শব্দের মূল অর্থ হল দুটি জিনিসকে একত্রিত করা।*

1.2. ইসলামী পরিভাষায় আল-শাফা 'আহ (মধ্যস্থতা/ সুপারিশ) এর অর্থ

ইসলামী পরিভাষায়, আল-শাফা 'আহ শব্দটি বোঝায় যখন নবী (সা.) বা অন্য কেউ পরকালে কারো জন্য আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে।

ইবনে 'উথাইমিন আল-শাফা' আহ (সুপারিশ) সম্পর্কে বলেছেন

"এর অর্থ হল কাউকে সাহায্য করতে বা কারো কিছু ক্ষতি এড়াতে হস্তক্ষেপ করা। কিয়ামতের দিন আল-শাফা' আহ দুই প্রকারের হবে: একটি নির্দিষ্ট, শুধুমাত্র নবীর জন্য এবং অন্যটি সাধারণ, অর্থাৎ তা নবীর জন্য এবং অন্যদের জন্য।"

2. **আল-শাফা 'আহ (মধ্যস্থতার) শর্তাবলী:**

মধ্যস্থতা এবং এর উপকারিতা নির্ভর করে শর্ত পূরণ এবং ত্রুটি/ খারাপ গুনের অনুপস্থিতির উপর। মধ্যস্থতার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে, যা হলঃ

i. আল্লাহর অনুমতি:

এর প্রমাণ হল: যে আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ," যদিও আকাশে অনেক ফেরেশতা থাকতে পারে, তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট, তাকে অনুমতি দেন।." **(আল-নাজম ৫৩:২৬)**

(আল-সা'দীর ব্যাখ্যা:)

আল-সা'দি বলেছেন, *"এখানে আল্লাহ, যিনি মহিমান্বিত এবং উচ্চতর, তাদের নিন্দা করেছেন যারা অন্যদের উপাসনা করে, তারা ফেরেশতা হোক বা অন্য কিছু, এবং দাবি করে যে তারা তাদের উপকার করবে এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে।. আসমানে যতই ফেরেশতা থাকুক না কেন, আল্লাহর কাছের, সম্মানিত ফেরেশতারা যতই থাকুক না কেন, তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। অর্থাৎ, যারা তাদেরকে ডাকে, তাদের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করে এবং তাদের উপর আশা করে, তারা তাদের কোন উপকারে আসতে পারে না, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট, তাকে*

অনুমতি দেন। উভয় শর্ত পূরণ করতে হবে: সুপারিশের জন্য আল্লাহর অনুমতি এবং যার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে তার উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা। এটা সবাই জানে যে ,ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহর জন্য আন্তরিকভাবে যা করা হয় তা ছাড়া অন্য কোন কাজ গ্রহণ করা হবে না । অতএব, মুশরিকরা সুপারিশকারীদের সুপারিশের কোন অংশ পাবে না, কারণ তারা পথ রোধ করেছে দয়াময় আল্লাহর রহমত থেকে এবং নিজেদের বঞ্চিত করেছে ।'

আল্লাহ, যিনি মহিমান্বিত এবং উচ্চতর, বলেন,

"কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে পারে?"

(আল বাকারাহ ২:২৫৫)

(সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-শায়খের ব্যাখ্যা:)

সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-শায়খের ব্যাখ্যা, "*"কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?" এই কথাগুলো সেই মুশরিকদের জন্য, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিল, যেমন ফেরেশতা, নবী এবং ধার্মিক ব্যক্তিদের মূর্তি এবং অন্যান্য, তারা ভেবেছিল যে তারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই তাঁর কাছে সুপারিশ করবে। আল্লাহ তাদের এর জন্য নিন্দা করেছেন এবং তাদের কাছে তাঁর মহান আধিপত্য ও ক্ষমতা দেখিয়েছেন, কারণ কিয়ামতের দিন কেউ কথা বলার সাহস পাবে না যদি না তাকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়। এটি সেই আয়াতগুলোর মতো যেখানে তিনি বলেন,*

"কেউ কথা বলবে না, কেবল তারা ছাড়া যাদেরকে পরম দয়ালু অনুমতি দেন।" (আল-নাবা, ৭৮:৩৮)

"যখন সেই দিন আসবে, তখন কোন আত্মা কথা বলবে না, কেবল তাঁর অনুমতির মাধ্যম ছাড়া।" (হুদ ১১:১০৫)

ii. সুপারিশকারী এবং যার জন্য সুপারিশ করা হয় তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি

এর প্রমাণ হল: যে আয়াতে আল্লাহ, যিনি মহিমান্বিত এবং উচ্চতর, বলেছেন, "এবং তারা সুপারিশ করতে পারে না, তাদের ছাড়া যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।" (আল-আম্বিয়া' ২১:২৮)

ইবনে জারির বলেন, "এবং যাদের সাথে তিনি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া তারা সুপারিশ করতে পারে না । অর্থাৎ, ফেরেশতারা কেবল সেই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে যার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট ।"

আল্লাহ, যিনি মহিমান্বিত এবং উচ্চতর, বলেছেন, বলেন

"সেদিন কারো সুপারিশই কোন কাজে আসবে না, কেবল তার সুপারিশ ছাড়া, যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দিয়েছেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট।"

(ত্বা-হা ২০:১০৯)

(আল-বাগাভীর (Al-Baghawi) ব্যাখ্যা:)

আল-বাগাভী বলেন, *" সেদিন কোন সুপারিশই কাজে আসবে না, অর্থাৎ সুপারিশ মানুষের কোনো কাজে আসবে না, কেবল সেই ব্যক্তির ছাড়া যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দিয়েছেন, অর্থাৎ তার ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছেন যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট।"*

ইবনে আব্বাস বলেন: এর মানে হল তিনি (যার কোথায় আল্লাহ সন্তুষ্ট) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন (আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন উপাস্য নেই) । এটি ইঙ্গিত দেয় যে অবিশ্বাসীদের জন্য কোন সুপারিশ থাকবে না ।"

3. আল-শাফাআহ (সুপারিশের) এর প্রকারভেদ:

3.1. গ্রহণযোগ্য/বৈধ আল-শাফাআহ/সুপারিশ:

বিভিন্ন ধরণের গ্রহণযোগ্য/বৈধ আল-শাফাআহ/সুপারিশ রয়েছে যা নিচে বর্ণনা করা হলো:

i. বৃহত্তর মধ্যস্থতা।

ii. বিশ্বাসীদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য মধ্যস্থতা।

iii. জান্নাতীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মধ্যস্থতা।

iv. গুনাগার/জাহান্নামী লোকেদের জাহান্নামে প্রবেশ না করানোর জন্য মধ্যস্থতা।

v. যে বিশ্বাসীরা কবিরা গুনা করেছে তাদের জন্য মধ্যস্থতা।

vi. চাচা আবু তালিবের শাস্তি কমানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মধ্যস্থতা।

vii. বিচার ছাড়াই মানুষকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য মধ্যস্থতা।

viii. মদীনাবাসীদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যস্থতা।

এই ধরণের কিছু সুপারিশ কেবল নবী (সাঃ) জন্য, কিছু নবী (সাঃ) এবং অন্যান্য নবীদের (আঃ) জন্য, এবং কিছু মানুষের মধ্যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের জন্য।

3.2. অগ্রহণযোগ্য/অবৈধ আল-শাফাআহ/সুপারিশ:

অবৈধ সুপারিশও বিভিন্ন ধরণের, যা নিচে বর্ণনা করা হলো:

i. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে এমন বিষয়ে সুপারিশ চাওয়া যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না।

ii. অবিশ্বাসীদের জন্য মধ্যস্থতা।

iii. আসমান ও জমিনের পালনকর্তার অনুমতি ব্যতীত মধ্যস্থতা।

ইবনে তাইমিয়া বলেন, "কোরআন অনুযায়ী অবৈধ সুপারিশের মধ্যে নিম্নলিখিত আয়াতগুলিতে উল্লেখিত বিষয়গুলি রয়েছে,"

- **'তোমরা সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক থেকো, যেদিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না এবং সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না, মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবে না ।' (আল-বাকারা ২: ৪৮)**
- **তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও কোন উপকারে আসবে না, কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না, কারও সুপারিশও কাজে আসবে না ।' (আল- বাকারা ২:১২৩)**
- **সেই দিনের আগে, যখন কোন দর কষাকষি হবে না, কোন বন্ধুত্ব থাকবে না, এবং কোন শাফায়াত থাকবে না।' (আল-বাকারা ২:২৫৪)**

- এখন আমাদের জন্য কেউ মধ্যস্ত করার কেউ নেই এবং কোনো দয়ালু বন্ধুও নেই।' (আশ-শুয়ারা ২৬:১০০-১০১)
- 'তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দিন, যখন তাদের অন্তরসমূহ কঠিন যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে । জালেমদের কোন বন্ধু বা সুপারিশকারী থাকবে না, যার কথা শুনা হবে। ' (গাফির ৪০: ১৮)
- যেদিন এটি সম্পূর্ণ হবে , তখন যারা এই দিনকে তাকে অগ্রাহ্য করেছিল তারা বলবে: আমাদের প্রভুর রাসূলরা সত্যই সত্য নিয়ে এসেছিলেন ।
  আমরা কি এমন কোন সুপারিশকারীকে পেয়েছি যে আমাদের পক্ষ থেকে সুপারিশ করতে পারে? অথবা আমাদের কি পূর্ববর্তী জীবনে ফিরে যেতে পারি যাতে আমরা আগের মতো আচরণ না করি?'
  (আল-আ'রাফ ৭:৫৩)

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab) বলেন, "শাফায়াত দুই প্রকার: অবৈধ শাফায়াত এবং বৈধ শাফায়াত।

অবৈধ শাফায়াত হলো সেই শাফায়াত যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সম্বোধন করে ও এমন বিষয়ে করা হয় যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ করতে পারে না। এর প্রমাণ হল সেই আয়াত যেখানে আল্লাহ বলেছেন:

হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো, সেই দিন আসার আগে যখন কোন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ থাকবে না। অবিশ্বাসীরাই হল অন্যায়কারী।' (আল-বাকারা ২:২৫৪)"

যে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারে না, সে বিষয়ে আল্লাহর কাছে যে সুপারিশ করা হয় তা বৈধ, এবং সুপারিশকারীকে সুপারিশ করার অনুমতি দিয়ে সম্মানিত করা হয়, যখন যার জন্য সুপারিশ করা হয় তার কথায় এবং কর্মে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। এর প্রমাণ হল এই আয়াত যেখানে আল্লাহ বলেছেন:

'আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্বশক্তিমান। তাকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া কে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?' (আল-বাকারাহ ২:২৫৫) "

হামাদ ইবনে নাসির ইবনে মা'মার বলেন, "বৈধ সুপারিশ এবং অবৈধ সুপারিশের মধ্যে পার্থক্য, এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, এবং যে ব্যক্তি এটি বোঝে না সে তাওহীদ কী এবং শিরক কী তা বোঝে না।

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ) কিতাবুল তাওহীদে এই বিষয়ে একটি অধ্যায় লিখেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, 'শাফায়াতের অধ্যায় এবং যে আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

'যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে একত্রিত হতে ভয় পায়, যখন তাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য।' (আল-আন'আম ৬:৫১)

তখন তিনি বেশ কতখন তিনি বেশ কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করেন এবং তার পরে ইবনে তাইমিয়ার (Shaykh Taqiy al-Din Ibn Taymiyah) একটি উদ্ধৃতি দেন:

যাও এবং অধ্যায়টি পড়ো এবং এটি নিয়ে চিন্তা করো, তাহলে তুমি সুপারিশের বাস্তবতা এবং কুরআন অনুসারে বৈধ ও অবৈধ সুপারিশের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে। যদি কেউ কুরআন বৈধ ও অবৈধ সুপারিশ সম্পর্কে যা বলে তা নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে সে এমন অনেক আয়াত পাবে যেখানে এমন পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে যেখানে কোনও বৈধ সুপারিশ থাকবে না, এবং আরও অনেক আয়াত পাওয়া যাবে যেখানে এমন পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে যেখানে বৈধ সুপারিশ থাকবে।

যেসব আয়াতে এমন পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে যেখানে কোন বৈধ মধ্যস্থতা থাকবে না, সেগুলির মধ্যে রয়েছে:

- **"যখন আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য তাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না।" (আল-আন'আম ৬:৫১)”**
- **"আমরা তোমাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো, সেই দিন আসার আগে যখন কোন বেচাকেনা, বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ থাকবে না।"(আল-বাকারা ২:২৫৪)”**
- **"তোমাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী নেই যে তোমাদেরকে তাঁর শাস্তি থেকে উদ্ধার করবে। তাহলেও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?" (আল-সাজদা ৩২:৪)**
- **""বলুন: সমস্ত সুপারিশ একমাত্র আল্লাহর এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না।" (আল-যুমার ৩৯:৪৪)**

এবং এরকম আরও কিছু আয়াত আছে:

যেসব আয়াতে মধ্যস্থতা কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- "আকাশে যত ফেরেশতাই থাকুক না কেন, তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট, তাকে অনুমতি দেন।" (আল-নাজম ৫৩:২৬)
- "আল্লাহর কাছে কোন সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, কেবল তারা ছাড়া যাদের জন্য তিনি সুপারিশ করার অনুমতি দেন। (সাবা' ৩৪:২৩)
- " এবং তারা শাফায়াত করতে পারবে না তারা ছাড়া যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট।" (আল-আনবিয়া' ২১:২৮)
- " সেই দিন কোনো শাফায়াত কোনো উপকারে আসবে না, কিন্তু একজন ছাড়া, সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু যাঁকে অনুমতি দিয়েছেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট।" (তা-হা ২০:১০৯)

কুরআন যে সুপারিশকে অবৈধ বলেছে, তা হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে যা কামনা করে অবিশ্বাসীরা। তাই, তারা নবী (সাঃ) এর কবরে বা এমন ব্যক্তির কবরে আসে, যাকে তারা আউলিয়া ("সাধু") এবং ধার্মিক বলে মনে করে, তার সাহায্য চায় এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করতে বলে, এই ভেবে যে কবরস্থানের অধিবাসীরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে এবং আল্লাহ তাদের প্রয়োজন পূরণ করবেন, তা এই পৃথিবীর হোক বা পরকালের ।

এটি সেরকম যা আল্লাহ আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে আয়াতে বলেছেন,

"এবং তারা বলে: এরাই আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।"

(ইউনুস ১০:১৮)

কিন্তু পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীরা তাদের পার্থিব চাহিদা পূরণের জন্য সুপারিশ কামনা করেছিল; আর আখেরাতের কথা তারা বিশ্বাস করত না এবং তা অস্বীকার করত। কিন্তু আজ অবিশ্বাসীরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কাছে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের চাহিদা চায়, এবং তারা মিথ্যা যুক্তি দিয়ে এর ন্যায্যতা প্রমাণ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। তাদের যুক্তি তাদের প্রভুর কাছে কোন গুরুত্ব বহন করে না; তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কুরআন অনুসারে যে সুপারিশ বৈধ, আল্লাহ,যিনি মহিমান্বিত এবং উচ্চ, তা কেবলমাত্র সেই কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন যার জন্য তিনি সুপারিশকারীকে অনুমতি দেন এবং যার জন্য সুপারিশ করা হয় তার উপর তিনি সন্তুষ্ট। অতএব তাঁর নিকটবর্তী কোন ফেরেশতা এবং কোন নবী তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে না, এবং আল্লাহ যাদের কথা ও কর্মে সন্তুষ্ট তাদের ব্যতীত সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না, এবং তিনি তৌহিদ (একমাত্র তাঁর একত্ব এবং তাঁর উপাসনা) নিয়ে সন্তুষ্ট ।

রসূল (সাঃ) বলেছেন যে তাঁর সুপারিশের সবচেয়ে বেশি যোগ্য তারাই হবে যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর একত্বকে নিশ্চিত করেছে। সুতরাং, যে ব্যক্তি আজ সরাসরি (অবৈধভাবে) নবী (সাঃ) এর কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে, সে কেয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ বলেছেন যে সুপারিশকারীদের সুপারিশ মুশরিকদের কোনো কাজে আসবে না; কেবলমাত্র যারা একমাত্র আল্লাহকে ইবাদত করেছে, তারাই এর উপকার পাবে, অর্থাৎ আল্লাহ একাই যাদের ঈশ্বর ও এবাদতের উদ্দেশ্য ছিল তারা। কেননা আল্লাহ, তিনি মহিমান্বিত ও মহান,

কোনো কাজকে গ্রহণ করেন না যা তাঁর জন্য নিঃস্বার্থভাবে করা হয়নি, যেমন যখন আল্লাহ বলেন:,

"নিশ্চয়ই, আন্তরিক এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য।"

(আল-যুমার ৩৯:০৩)

আপনি যদি আয়াতগুলি নিয়ে চিন্তা করেন, তাহলে এটি আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, অবিশ্বাসীরা অবৈধ সুপারিশ বিশ্বাস করে এবং তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে তা চায় বৈধ শাফায়াত হলো তাদের জন্য যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর একতা স্বীকার করেছে, যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, তাঁর শাফায়াত কেবলমাত্র তাঁর উম্মতের সেই ব্যক্তিদের জন্যই করা হবে যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা গেছেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

4. আল-শাফাআহ এর প্রকারভেদ যা শাফায়াতকারীদের কাছে থেকে গৃহীত হবে:

4.1. মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুপারিশ:

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমাকে পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা আমার আগে কাউকে দেওয়া হয়নি:

- *এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত আমাকে ভয়ের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে;*
- *পৃথিবীকে আমার জন্য সিজদার স্থান এবং পবিত্র হওয়ার মাধ্যম করা হয়েছে, তাই আমার উম্মতের যখন নামাজের সময় আসে, সে যেন নামাজ পড়ে;*

- *আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে এবং আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল করা হয়নি;*
- *আমাকে শাফায়াত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে;*
- *প্রত্যেক নবীকে কেবল তার নিজের জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমি সকল মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।" (আল-বুখারী, মুসলিম)*

আল-খাত্তাবি (Al-Khattabi) বলেছেন, "আমাকে মধ্যস্থতা দেওয়া হয়েছে"-এটি একটি দুর্দান্ত গুণ যা অন্য কোন নবী এর নেই। *এর দ্বারা, তিনি সমস্ত মানব জাতির নেতা যখন তিনি বলেছিলেন: "আমি আদমের সন্তানদের নেতা।" এটি কিয়ামতের দিন হবে, তাই তিনি মানুষের জন্য জন্য সুপারিশ করবেন তিনি ছাড়া আর কেউ সুপারিশ করবে না।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীর একটি দুআ থাকে যা কবুল করা হবে এবং প্রত্যেক নবীই তাড়াহুড়ো করে এই দুআটি করেছেন। যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা যায়

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে:

'আল্লাহুম্মা রব্বা হাদীহি' ল-দা' ওয়াত ইল-তামাহ ওয়া' ল-সালাত ইল-কাইমাহ, আতি মুহাম্মাদান আল-ওয়াসিলাতা ওয়া' ল-ফাদিলাহ, ওয়াবা 'আতহু মাকামান মাহমুদা ইল্লাযী ওয়া' আদতাহ

- হে আল্লাহ, এই পূর্ণ আহ্বানের ও সালাতএর প্রভু, মুহাম্মদকে (শাফায়াতের) বিশেষাধিকার দিন এবং তাকে মর্যাদা দিন, এবং তাকে সেই প্রশংসিত ও সম্মানিত অবস্থানে পুনরুত্থিত করুন, যার আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন),'

কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।" (আল বুখারী)

কিয়ামতের দিন নবী (সাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ সুপারিশ প্রদান করা হবে। এই সুপারিশটি হবে আমাদের নবী (সাঃ) এর জন্য প্রথম সুপারিশ, এবং এটি হবে সর্বশ্রেষ্ঠ সুপারিশ; এটি হল সেই প্রশংসা ও সম্মান যার কথা আল্লাহ তাঁর কাছে উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: কিয়ামতের দিন মানুষ হাঁটুর উপর বসে পরবে। প্রতিটি জাতি তাদের নবীর অনুসরণ করবে এবং বলবে: হে অমুক, আমাদের জন্য সুপারিশ করো, যতক্ষণ না নবী (সাঃ) কে সুপারিশের অধিকার দেওয়া হয়।সেদিন আল্লাহ তাকে প্রশংসা ও সম্মানের স্থানে উন্নীত করবেন। (আল-বুখারী)

আল-তাবারী বলেন, "অধিকাংশ আলেম বলেছেন যে প্রশংসা ও সম্মানের স্থান হলো সেই স্থান যেখানে নবী (সাঃ) দাঁড়াবেন, মানুষের কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে, কারণ ইবনে আব্বাসের হাদিস: "'প্রশংসা ও সম্মানের স্থান' বলতে সুপারিশকে বোঝায়।" *আবু হুরায়রার হাদিসে, 'যাতে তোমার রব তোমাকে প্রশংসা ও সম্মানের স্থানে উন্নীত করেন' (আল-ইসরা ১৭:৭৯) আয়াতের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'নবী (সাঃ) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, 'এটি সুপারিশ।'*

ইবনে কাসির বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এমন অনেক দিক দিয়ে

সম্মানিত করা হবে যা অন্য কাউকে করা হবে না। আল্লাহর কাছে তাঁর থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুপারিশ প্রদান করা হবে মানুষের মধ্যে বিচারের জন্য । এটি হবে মানুষ যখন আদম, নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসাকে জিজ্ঞাসা করার পর এবং তাদের প্রত্যেকে বলবে, 'আমি এতে সক্ষম নই', যতক্ষণ না তারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে আসে এবং তিনি বলবেন, 'আমি এটি করতে সক্ষম, আমি এটি করতে সক্ষম।' (আল-বুখারী, মুসলিম)

ইবনে হাজার বলেন, "প্রশংসা ও সম্মানের মাধ্যম হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সুপারিশ, যা কেবল তার জন্যই। এটি হবে বিচারের ভয়াবহতা থেকে মানুষের মুক্তির জন্য এবং তাদের হিসাব গ্রহণের সমাপ্তির জন্য সুপারিশ।"

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী করীম (সাঃ) এর কাছে কিছু মাংস আনা হয়। তিনি যেটা পছন্দ করতেন, পা, তা থেকে এক টুকরো খেয়ে বললেন, “কিয়ামতের দিন আমি মানুষের নেতা হবো। তোমরা কি জানো কেন? আল্লাহ সকল মানুষকে, প্রথম ও শেষ, এক জায়গায় একত্রিত করবেন, যাতে আহ্বানকারী তাদের সকলকে তার কণ্ঠস্বর শুনাতে পারে এবং পর্যবেক্ষক তাদের সকলকে দেখতে পারে। সূর্যকে কাছে আনা হবে এবং মানুষ এমন দুর্দশা ও কষ্টে ভুগবে যে তারা তা সহ্য করতে পারবে না। কিছু মানুষ অপরকে বলবে, ‘তোমরা কি তোমাদের অবস্থা দেখছো না, তোমরা কি কষ্ট ভোগ করছো না? তোমরা এমন ব্যক্তি খুঁজে বের করো না কেন যে তোমাদের প্রভুর কাছে মধ্যস্ততা করতে পারবে?’ তারা বলবে: ‘আদম (আঃ)-এর কছে যাও।’ তাই তারা আদম (আঃ) এর কাছে যাবে এবং বলবে: ‘হে আদম, তুমি মানবজাতির পিতা; আল্লাহ তোমাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন, তোমার ভেতর জীবনীশক্তি আল্লাহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের তোমার জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে মধ্যস্ততা করো; তুমি কি আমাদের অবস্থা দেখছো না, তুমি কি

আমাদের দুঃখ-কষ্ট দেখছো না?' কিন্তু আদম বলবে: 'আজ আমার প্রতিপালক এমন রাগান্বিত যেমন আগে কখনো রাগান্বিত হননি এবং আবার কখনো রাগান্বিত হবেন না। তাছাড়া, তিনি আমাকে গাছ থেকে খাওয়া নিষেধ করেছিলেন কিন্তু আমি তাঁর আদেশ অমান্য করেছি। আমি, আমি! অন্য কারও কাছে যাও; নূহের কাছে যাও।' তাই তারা নূহ (আঃ) এর কাছে যাবে এবং বলবে: 'হে নূহ, তুমি পৃথিবীর প্রথম রাসূল ছিলে; আল্লাহ তোমাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলেছেন। আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে মধ্যস্ততা করো; তুমি কি আমাদের অবস্থা দেখছো না, তুমি কি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দেখছো না?' কিন্তু নূহ (আঃ) তাদের বলবেন: 'আজ আমার প্রতিপালক এমন রাগান্বিত যেমন আগে কখনো রাগান্বিত হননি এবং আবার কখনো রাগান্বিত হবেন না। তাছাড়া, আমার একটি দুআ কবুল করা হয়েছিল এবং আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে দুআ করেছি। আমি, আমি! ইব্রাহিম (আঃ) এর কাছে যায়।' তখন তারা ইব্রাহিমের কাছে যাবে এবং বলবে: 'আপনি আল্লাহর নবী এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে তাঁর নিকটতম বন্ধু (খলীল)। আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে মধ্যস্ততা করুন; আপনি কি আমাদের অবস্থার দেখছেন না, আপনি কি দেখছেন না আমরা কতটা কষ্ট পাচ্ছি?' কিন্তু ইব্রাহিম (আঃ) তাদের বলবেন: 'আজ আমার প্রতিপালক এমন রাগান্বিত যেমন আগে কখনো রাগান্বিত হননি এবং আবার কখনো রাগান্বিত হবেন না এবং সে তার বলা মিথ্যা কথাগুলো উল্লেখ করবে. 'আমি, আমি! অন্য কারও কাছে যাও; নূহের কাছে যাও, মুসা (আঃ) এর কাছে যায়।' তাহলে, তারা মূসার কাছে যাবে (আঃ) এবং তাকে বলবে: হে আল্লাহর রসূল, আপনি সেই রাসূল যাকে আল্লাহ তাঁর বাণী এবং সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে অন্য লোকদের উপর সম্মানিত করেছেন। আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে মধ্যস্ততা করুন; আপনি কি আমাদের অবস্থার দেখছেন না, আপনি কি দেখছেন না আমরা কতটা কষ্ট পাচ্ছি?' কিন্তু মুসা (আঃ) তাদের বলবেন: 'আজ আমার প্রতিপালক এমন রাগান্বিত যেমন আগে কখনো রাগান্বিত হননি এবং আবার কখনো রাগান্বিত হবেন না। তাছাড়া, আমি এমন একজনকে

হত্যা করেছি যাকে হত্যা করার আদেশ আমাকে দেওয়া হয়নি।. আমি, আমি! ঈসা (আঃ) এর কাছে যায়।' তাই, তারা '*ঈসা (আঃ)* কাছে যাবে এবং বলবে: 'হে *ঈসা (আঃ)* সা, আপনি আল্লাহর রাসূল; আপনি শৈশবে মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন, এবং আপনি তাঁর কাছ থেকে মারিয়ামের উপর অবতীর্ণ একটি কথা এবং তাঁর সৃষ্টিকৃত একটি আত্মা। আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য মাধ্যস্থতা করুন; আপনি কি আমাদের অবস্থা দেখছেন না, আপনি কি আমাদের কতটা দুঃখ ভোগ করছি?" কিন্তু ঈসা (আঃ) তাদের বলবেন: 'আজ আমার প্রতিপালক এমন রাগান্বিত যেমন আগে কখনো রাগান্বিত হননি এবং আবার কখনো রাগান্বিত হবেন না' কিন্তু সে তার কোনো গুনাহের কথা বলবে না।. 'আমি, আমি ! অন্য কারো কাছে যাও; মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে যাও।' সুতরাং তারা আমার কাছে আসবে এবং বলবে: 'হে মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে শেষ; আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন; আমরা যে অবস্থায় আছি তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে আমরা কতটা কষ্ট পাচ্ছি?' সুতরাং, আমি আরশের নীচে যাব এবং আমার পালনকর্তাকে সেজদা করব। অতঃপর আল্লাহ আমাকে এমন প্রশংসার কথা বলতে বলবেন যা আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি, তারপর তিনি বলবেন, 'হে মুহাম্মদ, মাথা তুলুন; জিজ্ঞাসা করুন, সেটা আপনাকে দেওয়া হবে, এবং সুপারিশ করুন, কারণ আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে॥ আমি মাথা তুলে বলব, 'হে প্রভু, আমার উম্মাহ, আমার উম্মাহ!' বলা হবে, 'হে মুহাম্মাদ, আপনার উম্মাহর মধ্য থেকে যাদেরকে জান্নাতের ডানদিকের দরজা থেকে হিসাব করা হবে না তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং তারা অন্যান্য দরজাগুলো মানুষের সাথে ভাগ করে নেবে।" যার হাতে মুহাম্মদের আত্মা, জান্নাতের দুটি ফটকের মধ্যে দূরত্ব মক্কা ও হাজরের বা মক্কা ও বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের মতো (আল-বুখারী, মুসলিম)

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে:

জান্নাতের দরজা খোলার জন্য তাঁর সুপারিশ:

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: *রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের জন্য সুপারিশকারী হব এবং আমিই হব সেই নবী যার সর্বাধিক সংখ্যক অনুসারী।" (মুসলিম)*

ইবনে বাত্তাল বলেন, "নবী (সাঃ) আগে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তাঁর আগে কেউ সেখানে যাবে না।"

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বলা হয়েছিল: হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশে কে সবচেয়ে বেশি সুখী হবে? আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশে সবচেয়ে বেশি সখি হবে তারা যারা আন্তরিকভাবে অন্তর থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) বলে।" (বুখারী)

যারা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর শহরে বসবাস করেছিলেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাদের জন্য তাঁর সুপারিশ:

আবু হুরায়রা (রাহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতের কেউ যদি মদিনার কষ্টের প্রতি ধৈর্য ধারণ করে, তবে আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষে শাফায়াত করব, ।" (মুসলিম)

আল-মুযহিরী (Al-Muzhiri) বলেন, " 'অথবা আমি সাক্ষ্য দেব'বলার অর্থ হল, তিনি (সাঃ) সেই ধৈর্যশীল ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন যিনি মদীনার কষ্ট সহ্য করেছেন এবং সাক্ষ্য দেবেন যে তিনি একজন খাঁটি মুমিন ছিলেন, যিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে ভালোবাসতেন, কারণ তিনি মদীনায় বসবাস করে এবং মদীনাকে সমৃদ্ধ করে তাঁর মতোই কাজ করেছিলেন, কারণ মদীনা হল রাসূল (সাঃ) এর শহর; তিনি বহুবার 'আমাদের শহর' বলে এটিকে নিজের সাথে সংযুক্ত করেছিলেন, এবং যে কেউ অন্য ব্যক্তির শহরকে তার আবাসস্থল করে এবং এটিকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে সে সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসে। অতএব, মদীনায় বসবাস করা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে ভালোবাসার লক্ষণ।"

আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শাফায়াত সম্পর্কে মতামত:

i. আবু হানিফা বলেছেন, "আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুপারিশপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকার জান্নাত, যদিও সে কোন বড় গুনাহ করে থাকে।"

ii.আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, "নবীর মধ্যস্থতায় বিশ্বাস (আল্লাহর বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক) এবং কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে পুড়িয়ে কয়লার মত হয়ে যাওয়ার পর, তারপর তাদের নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ জারি করা হবে। জান্নাতের ফটকে একটি নদী – যেমন বলা হয়েছে – আল্লাহ যেভাবে চান- নবীতে (সাঃ) বিশ্বাস করার অংশ ।"

iii. **আবু' ল-হাসান আল-আশারি বলেছেন,** "বিদ্বানগণ একমত যে, নবী (সাঃ) তাঁর উম্মতের গুরুতর পাপীদের জন্য শাফাআত করবেন এবং তাঁর উম্মতের কিছু মানুষকে জাহান্নাম থেকে কয়লায় পরিণত হওয়ার পর উদ্ধার করে জীবনের নদীতে নিক্ষেপ করবেন, যার ফলে তারা বন্যার কাদায় জন্মানো বীজের মতো বেরিয়ে আসবে।"

iv. **আবু 'উসমান আল-সাবুনি বলেছেন,** "মুসলিম এবং সুন্নাহর অনুসারীরা যারা বড় পাপ করেছে কিন্তু তওহীদের প্রতি বিশ্বাসী তাদের জন্য রাসূলের (সাঃ) সুপারিশে বিশ্বাস করে, যেমনটি রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ।"

v. **ইবনে তাইমিয়াহ (সাঃ) বলেছেন:** "নবী (সাঃ) কেয়ামতের দিন তিনটি সুপারিশ করবেন:

প্রথম শাফাআত হবে অন্যান্য নবী – আদম, নূহ, ইবরাহীম, মুসা এবং ঈসা ইবনে মারিয়াম – মধ্যস্থতা করতে অস্বীকার করার পর ও অবশেষে অনুরোধ তাঁর কাছে পৌঁছবে, যখন তিনি দাঁড়ানোর জায়গায় মানুষের জন্য মধ্যস্থতা করবেন যাতে তাদের মধ্যে ফয়সালা করা যায়।.

দ্বিতীয় সুপারিশ হবে যখন তিনি জান্নাতবাসীদের জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য সুপারিশ করবেন। এই দুটি সুপারিশ শুধুমাত্র তার জন্য হবে।

তৃতীয় সুপারিশ হবে যখন তিনি জাহান্নামের যোগ্যদের জন্য সুপারিশ করবেন। এই সুপারিশ তাকে এবং সমস্ত নবী, দৃঢ় ও সত্য বিশ্বাসী (সিদ্দিকীন) এবং অন্যান্যদের দেওয়া হবে। যারা জাহান্নামে প্রবেশ না করার যোগ্য তাদের জন্য সুপারিশ করা হবে এবং যারা

এতে প্রবেশ করেছে তাদের জন্য সুপারিশ করা হবে এটি থেকে বের করে আনার জন্য।
”

তিনি আরও বলেছেন, "একইভাবে, তিনি কিয়ামতের দিনে মুমিনদের জন্য শাফায়াত করবেন যাতে তাদের পুরস্কার বাড়ানো হয় এবং তাদের মর্যাদা উঁচু করা হয়, এটি একটি বিষয় যা মুসলমানদের মধ্যে একমত। তার উম্মতের মধ্যে পাপীদের জন্য শাফায়াতের বিষয়ে, এটি সাহাবাদের মধ্যে একমত, যারা তাদের সত্যের অনুসরণ করে এবং মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত, চার ইমাম এবং অন্যান্যদেড় মধ্যেও একমত।

4.2. অন্যান্য নবীদের মধ্যস্ততা:

আল্লাহ তাঁর নবীদের সম্মানিত করবেন, যাদের উপর আল্লাহর রহমত রয়েছে তাদের জন্য তারা যখন সুপারিশ করবেন, সেই সুপারিশ গ্রহণ করে। তাই তারা এগিয়ে আসবে, তাদের প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করার জন্য, এমন কিছু লোককে বের করে আনার জন্য অনুরোধ করবে যারা তাদের পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।

আবু বাকারাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: “মানুষ কিয়ামতের দিন সিরাতের উপর দিয়ে চলবে, অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে তা থেকে রক্ষা তারপর ফেরেশতা, নবী এবং শহীদদের সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে, এবং তারা সুপারিশ করবে এবং কিছু লোককে বের করে আনবে, *এবং তারা সুপারিশ করবে এবং এমন সকলকে বের আনবে যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে।*”

নবীগণের (সাঃ) সুপারিশ সম্পর্কে মতামত:

i. আল-বারবাহনী বললেন, "কোন নবী এমন নেই যে তাকে সুপারিশ করার অনুমুতি দেওয়া হবে না, এবং তাদের ও দেওয়া হবে যারা বিশ্বাসে শক্ত এবং সত্যবাদী, শহীদ এবং ধার্মিক।"

ii. ইবনে কুদামাহ বলেন, "সকল নবী, মুমিন ও ফেরেশতাদের সুপারিশ করবে। "

iii. ইবনে তাইমিয়া নবীর সুপারিশ সম্পর্কে বলেছেন (সাঃ), "তৃতীয় সুপারিশ হিসাবে, তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন যারা জাহান্নামে প্রবেশের যোগ্য। এই সুপারিশ হবে তাঁর জন্য এবং সমস্ত নবীদের জন্য, তাদের জন্য যারা বিশ্বাসে শক্ত এবং সত্যবাদী। তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন যারা জাহান্নামের যোগ্য, তারা যাতে এতে প্রবেশ না করে এবং যারা এতে প্রবেশ করেছিল তাদের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন, যাতে তারা এটি থেকে বের হয়ে আসে।"

iv. ইবনে উথাইমিন বলেন, "রাসূল (সাঃ) এবং অন্যান্য নবীদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সত্যবাদী, শহীদ ও ধার্মিক, তাদের জন্য সাধারণ মধ্যস্থতা করতে দেওয়া হবে, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদেরকে তা থেকে বের করে আনার জন্য অনুরোধ করা হবে । কারণ মুমিনদের মধ্যে পাপীরা যখন তাদের পাপ অনুসারে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা' আলা তাঁর বান্দাদের, নবীদের, শক্তিশালী ও সত্যবাদী, শহীদ ও ধার্মিকদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা জাহান্নাম থেকে বের করে আনার অনুমতি দেবেন ।"

4.3. ফেরেশতাদের মধ্যস্ততা :

এটা প্রমাণিত যে, আল্লাহ যখন তাদের অনুমতি দেবেন তখন ফেরেশতারা সুপারিশ করবেন। তাদের সুপারিশের প্রমাণ হিসেবে এই বিষয়গুলি রয়েছে:

i. যে আয়াতে আল্লাহ, তিনি মহিমান্বিত এবং মহান, বলেছেন, "যতই ফেরেশতা আকাশে থাকুক, তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট, তাকে অনুমতি দেন।" (আল-নাজম ৫৩:২৬)

ইবন ‘উথাইমিন বলেছেন, "এখানে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো: আকাশে যত ফেরেশতা আছেন, তবু তাদের বিশাল সংখ্যার পরেও, তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট, তাকে অনুমতি দেন।"

ii. যে আয়াতে আল্লাহ বলেন , "এবং তারা কেবল সুপারিশ করতে পারে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, এবং তারা তাঁর প্রতি ভক্তিতে ভরা।" (আল-আনবিয়া' ২১:২৮)

4.4. শহীদদের মধ্যস্ততা :

আল্লাহ তাআলা যেসব সুপারিশকারীদের সুপারিশ কবুল করে সম্মানিত করবেন, তাদের মধ্যে শহীদরাও রয়েছেন। শহীদদের সুপারিশ এর প্রমাণগুলি হল:

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "শহীদ তার পরিবারের সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করবে।"

আল-সানানী বলেন, "'শহীদ আখেরাতে তার পরিবারের সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করবে।' -তাকে তার পরিবারের সেই সংখ্যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। হয়তো সে অন্যদের জন্য দ্বিতীয়বার সুপারিশ করতে পারবে, অথবা হতে পারে যে এই সংখ্যাটি নির্দিষ্ট করার জন্য নয়; বরং এটি ইঙ্গিত করে যে তারা সংখ্যায় অনেক হবে।"

আল-আজুরি বলেন, "নবীগণ, ফেরেশতাগণ, শহীদগণ, আলেমগণ এবং মুমিনগণ জাহান্নামে প্রবেশকারী মুসলমানদের জন্য সুপারিশ করবেন, তারপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে সেখান থেকে বের করে আনা হবে, যেমনটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন।"

ইবনে কাসিম বলেন, "এটা বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক যে নবী (সাঃ) ব্যতীত অন্যান্য নবী-রাসূল, ফেরেশতা, সাহাবা, পন্ডিত, শহীদ, ধার্মিক, ধার্মিক ও সত্যবাদী, আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শৈশবে মারা যাওয়া শিশু এবং অন্যরা তাঁর অনুমতিক্রমে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে, যার কথায় ও কর্মে তিনি সন্তুষ্ট, যেমনটি নবী (সাঃ) থেকে প্রমাণিত হয়েছে, এবং মুসলমানরা সর্বসম্মতভাবে ঐ বিষয়ে একমত।"

4.5. শিশুদের মধ্যস্ততা:

প্রমাণিত মধ্যস্থতাগুলির মধ্যে রয়েছে, যা পিতা-মাতার জন্য তাদের সন্তানদের সুপারিশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যদি পিতামাতা আল্লাহ্‌র কাছে আন্তরিকভাবে প্রতিদান চেয়ে থাকে তাদের সন্তান হারানোর দুঃখের জন্য। এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং দয়া দ্বারা সেই পিতা-মাতাদের সম্মান ও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, কারণ তারা তাদের সন্তানদের হারানোর কারণে কষ্ট পেয়েছিল।

তাদের সুপারিশের প্রমাণের মধ্যে রয়েছে :

i. আবু হুরায়রা (রাহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাঃ) বলেছেন: "কোন মুসলমান, যার তিন সন্তান মারা যাবে, তারা আগুন দ্বারা স্পর্শ করা হবে না, শপথ পূর্ণ করা ছাড়া ।"

আল-খাত্তাবী বলেছেন, "এখানে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি শাস্তি পাওয়ার জন্য আগুনে প্রবেশ করবেন না; বরং তিনি এর উপর দিয়ে যাবেন, এবং এটি শুধুমাত্র আল্লাহর শপথ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ হবে। বলা হয়েছে যে, শপথটি আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেন তিনি বলেছেন: আল্লাহর নামে, তোমাদের মধ্যে কেউ নেই যে এর কাছে আসবে না।"

"আল-নওয়াবী বলেন, "শপথ পূর্ণ করা বলতে সেই আয়াতকে বোঝায় যেখানে আল্লাহ বলেছেন ,
তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার কাছে সে আসবে না।' (মারিয়াম ১৯:৭১)
এর কাছে আসার অর্থ হল সিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করা, যা জাহান্নামের উপরে নির্মিত একটি সেতু - আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।"

4.6. বিশ্বাসীদের একে অপরের জন্য মধ্যস্ততা:

বিশ্বাসীদের মধ্যে সৎকর্মশীলরা সুপারিশ করবে যাতে জাহান্নামে প্রবেশকারী বিশ্বাসীদের পবিত্রতা অর্জনের জন্য জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। এই সুপারিশের প্রমাণ হিসেবে রয়েছে:

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) বলেছেন: "তোমরা এমন অধিকার দাবি করতে এত আগ্রহী নও যা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেদিন মুমিন ব্যক্তি তাদের ভাইদের জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে সুপারিশ করবে, যখন তারা দেখবে যে তারা নিজেরাই মুক্তি পেয়েছে। তারা বলবে: 'হে আমাদের প্রভু, আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সাথে সালাত আদায় করত, আমাদের সাথে রোজা রাখত এবং আমাদের সাথে সৎকর্ম করত।' আল্লাহ বলবেন: 'যাও, যার অন্তরে এক দিনার পরিমাণ ঈমান পাও, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন।' আর আল্লাহ তাদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন। তাই তারা যাবে এবং তাদের কেউ কেউ জাহান্নামে তাদের পা পর্যন্ত অথবা মাঝখান পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যাবে।তারা যাদেরকে চিনবে তাদের বের করে আনবে। তারা যাদেরকে চিনবে তাদের বের করে আনবে। তারা ফিরে আসবে, আর আল্লাহ বলবেন: 'যাও, আর যার অন্তরে অর্ধ দিনার পরিমাণ ঈমান থাকবে তাকে বের করে আন।' সুতরাং, তারা যাদেরকে চিনবে তাদেরকে বের করে আনবে। তারা ফিরে আসবে, আর আল্লাহ বলবেন: 'যাও, আর যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে তাকে বের করে আন।' সুতরাং তারা যাদেরকে চিনবে তাদের বের করে আনবে।"

আবু সাঈদ বললেন: যদি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস না করো, তাহলে এই আয়াতটি পড়ো,

নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো উপর অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। আর যদি কোন নেক কাজ থাকে, তাহলে আল্লাহ তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে তাকে বিরাট প্রতিদান দেবেন।' (আল-নিসা ৪:৪০)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নবীগণ, ফেরেশতাগণ এবং মুমিনগণ সুপারিশ করবেন এবং সর্বশক্তিমান বলবেন: 'আমার সুপারিশ এখনও বাকি আছে।'" (আল-বুখারী, মুসলিম)

4.7. পবিত্র কুরআনের মধ্যস্ততা তার সাথীদের জন্য:

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন পড়ো, কারণ এটি কিয়ামতের দিন তার সাথীদের জন্য সুপারিশ করবে।'" (মুসলিম)